ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের ফলন ব্যবধান

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফলন ব্যবধান দূরীকরণের উপায়সমূহ

উপযুক্ত জাত নির্বাচন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। আপনার এলাকা, মাটি, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী সঠিক জাত নির্বাচন করুন। লক্ষ্য রাখবেন একই এলাকায় মাত্র এক-দুটি জাত চাষ না করে অনেকগুলো জাত আবাদ করা চাই। এতে করে রোগবালাই এবং প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলা করা সহজ।

ভাল মানের বীজ ব্যবহার

ভাল বীজ বেশি ফলনের ভিত্তি। পরিপুষ্ট, মিশ্রণমুক্ত, রোগজীবাণু মুক্ত এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করা ভাল। আপনি নিজেই ভাল মানের বীজ বাছাই করে বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল বীজ

চারা উৎপাদন

সুস্থ সবল চারা পেতে হলে আদর্শ বীজতলা তৈরি করবেন। প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৩-৩.৫ কেজি বীজ ফেলতে হবে। বোরো মৌসুমে জাত ভেদে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা চাই। স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন জাতের চারার বয়স কিছুটা কম হবে। স্বাস্থ্যবান চারার জন্য বীজতলায় পর্যাপ্ত সার ও পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথারীতি করবেন।

আদর্শ বীজতলা

জমি তৈরি ও রোপণ

২৫ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারির (১০-২৫ পৌষ) মধ্যে রোপণ সম্পন্ন করবেন। গোছাপ্রতি ২-৩টি চারা ২০X১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করবেন। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে, যাতে আগাছা ও খড়কুটো ভাল ভাবে পচে যায়। রোপণের পূর্বে জমি সমতল হওয়া চাই। কেননা এতে সার ও পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আগাছা কম হবে। সমতল জমিতে একই সময়ে ফসল পাকবে যা সামগ্রিকভাবে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

জমি চাষ

সার ব্যবস্থাপনা

কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত মাটির উর্বরতার মান, ধানের জাত ও তার জীবনকাল এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখবেন। তাছাড়া সার প্রয়োগের সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ।

কম উর্বর জমিতে বোরো ধানে সারের মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি নিচে দেখানো হলো ঃ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/বিঘা)	শেষ চাষের সময় (কেজি/বিঘা)	উপরি প্রয়োগ (রোপণের পর)		
			১৫ দিন পর	৩০ দিন পর	৪৫ দিন পর
জৈব সার	১৩২০	১৩২০	-	-	-
টিএসপি	১০	১০	-	-	-
এমওপি	১০	১০	-	-	-
গন্ধক (জিপসাম	৭	৭	-	-	-
দস্তা (জিংক)	০.৩৬	০.৩৬	-	-	-
ইউরিয়া	৩৬	-	১২	১২	১২

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ইউরিয়া সার প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করবেন।

পানি ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

রোপণ থেকে শুরু করে কাইচথোড় আসা পর্যন্ত জমিতে প্রয়োজনীয় পানি রাখা ভাল। কাইচথোড় আসা আরম্ভ হলে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। আবার ধানের দানা শক্ত হওয়া শুরু করলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা আবশ্যক যাতে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

ধানের জমিতে স্বল্প পরিমাণ পানি থাকলে আগাছার উপদ্রব বেশি হতে পারে এবং এতে আগাছা দমন খরচ বেশি হতে পারে। আলো, পানি ও পুষ্টির জন্য আগাছা ধান গাছের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এজন্য জমি আগাছা মুক্ত রাখা চাই। বোরো মৌসুমে রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন জমি আগাছা মুক্ত রাখা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে আগাছা নাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই দমন

অন্যান্য সকল পরিচর্যা যথারীতি করা সত্ত্বেও কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই ধানের ফলন ব্যাপক ভাবে কমিয়ে দিতে পারে। সেজন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা দরকার। বোরো মৌসুমে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণে ১৩-১৪ ভাগ ফলনহানি হতে পারে।

ফসল কাটা ও ফলনোত্তর কার্যক্রম

ধানের ছড়ার উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলেই ধান পেকেছে বলে বুঝতে হবে এবং বিলম্ব না করেই ধান কাটতে হবে। অন্যথায় ফলন হ্রাস পাবে। কাটার পর মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করা সহজ। পরিষ্কার জায়গায় ধান মাড়াই করা উচিত। ধান মাড়াই করার পর ভালভাবে শুকিয়ে এবং ঝেড়ে সংরক্ষণ করা বা বাজারজাত করা দরকার। আমাদের দেশে ফলনোত্তর পর্যায়ে গড়ে শতকরা ১২-১৩ ভাগ ফসলহানি ঘটে।

ধান চাষে আয়-ব্যয়

ব্রি-র সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ভাল আবাদ হলে ধান চাষে বিঘাপ্রতি ১৩৩০ টাকার বেশী আয় করা সম্ভব।

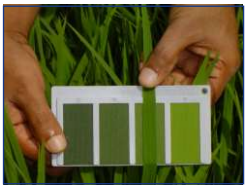
এলসিসি ব্যবহার

দাঁড়ানো পানি

আগাছা দমন

ধানে পোকার আক্রমণ

যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটা

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd